# সাবেক সংসদ-সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ হামিদুজ্জামান সরকারের মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাব

মাননীয় সদস্যবৃন্দ,

আমি এখন তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং সাবেক সংসদ-সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ হামিদুজ্জামান সরকারের মৃত্যুতে একটি শোক-প্রস্তাব এ মহান সংসদে উথাপন করছি। আশা করি, প্রস্তাবটি সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

মরহুম মোঃ হামিদুজ্জামান সরকার ১৯৩৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মুরাদ-দর্প-নারায়নপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১২ সালের ১৮ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৩ বছর।

মরহুম মোঃ হামিদুজ্জামান সরকার ১৯৫৬ সালে মিঠাপুকুর উপজেলার জায়গীরহাট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৫৯ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৬১ সালে একই কলেজ থেকে বি. এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বি ডিগ্রী অর্জন করেন। এ্যাডভোকেট মোঃ হামিদুজ্জামান সরকার ১৯৬৫ সালে রংপুর বারে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বারের সদস্য ছিলেন।

এ্যাডভোকেট হামিদুজ্জামান সরকারের রাজনৈতিক জীবন ছিল বর্ণাঢ্যময়। তিনি ১৯৭০ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৎকালীন রংপুর-১০ বর্তমানে রংপুর-০৫ (মিঠাপুকুর) আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে তিনি জেলা কৃষক লীগের সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৯৬৬-৬৯ সময়ে রংপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সহকারী সম্পাদক, ১৯৬৯-৭২ সময়ে রংপুর সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, ১৯৭২ সালে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এ্যাডভোকেট হামিদুজ্জামান সরকার ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের কুচবিহার জেলার সিতাই যুব ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে এলাকার অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ৬ নং সেক্টরের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তিনি নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন। তিনি মিঠাপুকুর উপজেলায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদ্রাসা ও ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশেষ করে মিঠাপুকুর কলেজ ও শঠিবাড়ী কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। এছাড়াও তিনি মিঠাপুকুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শঠিবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এলাকায় ১২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যা এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।